MAR. 12 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৬

দৈনিক ইত্তেফাক

পাঠ্যপুস্তকের অভাবে উত্তর চট্টগ্রামের ৪ শতাধিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) হইতে সংবাদদাতা ॥ গত দুই মাসেও উত্তর চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছায় নাই। পাঠ্য বইয়ের অভাবে অত্র এলাকার প্রায় সাড়ে ৪ শতাধিক বিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ হুমকির সম্মুখন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক পুস্তক ব্যবসায়ী হাত গুটাইয়া নিয়াছে। অনেকে আবার নকল বই ছাপানোসহ পাঠ্য বইয়ের সঙ্কট দেখাইয়া বাজারে চড়া দামে নিম্নমানের বিভিন্ন নোট ও গাইড বই বিক্রয় করিতেছে। সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ীচক্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ সকল নিম্নমানের বই সরবরাহ করিয়া মোটা অঙ্কের অর্থ হাতাইয়া লইতেছে। ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতারিত হইতেছে।

জানা যায়, উত্তর চট্টগ্রামের হাটহাজারী, বড়িজান, ফটিকছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, সীতাকুন্ড, মিরসরাই ও সন্দ্বীপ থানায় প্রায় সাড়ে ৪ শতাধিক নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় রহিয়াছে। বালক ও বালিকা শাখাসহ এ সকল বিদ্যালয়সমূহে প্রায় দেড় লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দশম শ্রেণী ছাড়া ষষ্ঠ হইতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বৎসর নূতন বইয়ের প্রয়োজন হয়। আর সে অনুসারে স্থানীয় বই ব্যবসায়ীরাও বইয়ের মওজুদ করে। কিন্তু চলতি বছরের প্রথম দিক হইতে পাঠ্য পুস্তকের সঙ্কট দেখা দেওয়ায় ব্যবসায়ীরা বই সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ইহাতে ৭টি উপজেলার প্রায় লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী বিপাকে পড়ে।

বই ব্যবসায়ীর একটি সূত্র জানায়, সরকার পাঠ্য পুস্তকের কোন সঙ্কট নাই বলিলেও বাস্তবে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট

(১৩শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

পাঠ্যপুস্তকের অভাবে

(৩য় পৃঃ পর)

উদ্বেগজনক। সূত্র মতে, বই ব্যবসায়ীদের বইয়ের চাহিদাপত্র অগ্রিম মূল্যসহ গত বছরের শেষের দিকে স্থানীয় পরিবেশকদের মাঝে জমা দেওয়া হইলেও এখনো পর্যন্ত চাহিদামত বই পৌঁছায় নাই। চলতি মাসের প্রথম দিকে কিছু বই পাওয়া গেলেও ইহার পরিমাণ ছিল চাহিদার এক পঞ্চমাংশেরও কম এবং এসকল বইগুলির মধ্যে ছিল কেবল বাংলা, ইংরেজী এবং গণিত বই। তদুপরি বইগুলি সম্পূর্ণ ভুলে ভরা বলিয়া সূত্র জানায়। দায়সারা গোছের সরবরাহকৃত এসকল বইয়ের মূল্য ধরা হইয়াছে নির্ধারিত দুই হইতে তিন গুণ পর্যন্ত। ফলে অনেকেই এখনো পর্যন্ত বই সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় চরম বিঘ্ন ঘটিতেছে। তাহাছাড়া বইয়ের অভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠ্যদান কার্যক্রমে বিঘ্নসহ কিছু কিছু বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বইয়ের অভাবে পাঠ্যদান কার্যক্রম শুরু হয় নাই বলিয়াও শোনা যাইতেছে। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে অঘোষিতভাবেই ছুটির পর ছুটি চলিতেছে বলিয়াও অভিযোগ রহিয়াছে।

রংপুর কারাগারে কয়েদীর মৃত্যু

রংপুর (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ॥ শুক্রবার গভীর রাত্রে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী নূর ইসলাম (৩৫) মারা গিয়াছে। রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ডেপুটি জেলার জানান, কয়েদী নূর ইসলাম বুকে ব্যথা অনুভব করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়। তাহার বাড়ী নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায়।